Vol. 22 | No. 1 | 1978

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাক্যতত্ত্ব : অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ

Volume	22
Issue	1
Year	1978
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
Published online	December 1, 1978
DOI	10.62328/sp.v22i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i1.4
Pages	65-82
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাক্যতত্ত্ব : অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

১. চমস্কি প্রবর্তিত রূপান্তরমূলক উৎপাদক পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যতত্ত্ব (ও অন্যান্য শাখা) বিশ্লেষণের পূর্বে বর্ণনামূলক (বা সংগঠনমূলক) ভাষাতত্ত্বে অব্যবহিত উপাদানের (Immediate Constituents) সাহায্যে বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণরীতিই বিশেষ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই পদ্ধতির বিভিন্ন অসঙ্গতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চার্লস. সি. ফ্রিজ ও তাঁর অনুসারী ভাষাতাত্ত্বিকরা এই পদ্ধতিকে 'বিজ্ঞানসম্মত' বলে মনে করেছিলেন। ফ্রিজের মতে এই পদ্ধতি 'আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা ও নবতর আদর্শ যা নতুন পদ্ধতির বিশ্লেষণরীতি ও প্রতিপাদনের পথ বিস্তৃত করেছে।'[১] তাঁর আগে ব্লুমফিল্ড আরোহী পদ্ধতির সাহায্যে বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আরোহী বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণকারীর স্বজ্ঞামূলক (intuitive) গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের বস্তুগত স্পষ্টবর্ণনাই ছিল মৌলিক আদর্শ। তাঁর এই মনঃসমীক্ষা বিরোধী দৃষ্টিবাদী আদর্শ ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। ১৯৫২ সালে ফ্রিজ তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতির সাহায্যে বাক্যবিশ্লেষণের নতুন সম্ভাবনার প্রতি ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর মতে কোন ভাষার ব্যাকরণ হচ্ছে যার মাধ্যমে গঠনগত অর্থ প্রকাশিত হয়। সেক্ষেত্রে, 'বাক্যের অংশ' নয়, সামগ্রিকভাবে বাক্যের অংশ বিশ্লেষণই মুখ্য হওয়া উচিত। উদাহরণ হিসাবে তিনি ইংরেজি বাক্যের গঠনগত স্তরের দিক উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, গঠনগত স্তরের মধ্যে বাক্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি বিদ্যমান থাকে যেগুলি বাক্যগত পরিবেশ অধিকার করে থাকে। প্রতিকল্পক (Substitution) পদ্ধতির সাহায্যে চারটি গঠনগত-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব।

২. সাধিত ও সম্প্রসারিত রূপগঠনের মাধ্যমে যে-ভাবে একটি রূপমূল বৃহত্তর গঠনরূপ নির্মাণ করে তার সুবিন্যস্তকরণের আদর্শের বিশ্লেষণকে বাক্যতত্ত্ব বলা যায়। এখানে গঠনের সুবিন্যস্তকরণের আদর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাক্যতত্ত্বীয় পরিকল্পনার মধ্যে চতুর্বিধ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। এগুলো নিম্নলিখিত পর্যায়গুলোর মাধ্যমে দেখান যায়।

ক. কোন শাখার বা শ্রেণীর সীমা নির্দেশ করে তার উপাদান নির্দেশ। যেমন, শৌভিক এল, মৌসুমী আমাদের ছেড়ে চলে গেল এবং শৌভিক এল। মৌসুমী আমাদের ছেড়ে চলে গেল। এখানে একটি অংশ (একটি বাক্য) ও দুটি অংশ (দুটি বাক্য) পৃথকভাবে নির্দেশ করা প্রয়োজনীয়।

খ. প্রত্যেক শাখাভুক্ত সদস্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে।

গ. সমশ্রেণীভুক্ত শাখা থেকে মূলবাক্যের অধীনস্থ শাখার পার্থক্য দেখাতে হবে।

---

১ Charles C. Fries, *The Structure of English*, 1952, p. 9

ঘ. মূলবাক্যের অধীনস্থ শাখার কেন্দ্রীয় রূপ নির্দেশ করা।

বর্তমান আলোচনায় দুটি কৌণিক বিন্দু থেকে বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। প্রথমত, মুক্ত রূপমূল যে-ভাবে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্তির মাধ্যমে বৃহত্তর গঠনরূপের মাধ্যমে বিস্তৃত হয় এবং দ্বিতীয়ত, এই শ্রেণীর রূপমূলগুলির ভাষাতাত্ত্বিক গঠনপ্রকৃতির বিশ্লেষণ।

৩. আভিধানিক ও গঠনগত অর্থ

বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপমূল প্রধান উপাদানরূপে গৃহীত হয়ে থাকে বলে রূপমূলগুলির প্রাথমিক আলোচনা প্রয়োজন। গৃহনির্মাণের সময় যেমন এক একটি ইঁট সাজিয়ে গৃহের মূল আকার দেওয়া হয়, তেমনি বাক্যগঠনরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রেও রূপমূল-গুলি পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়ে বাক্যের গঠনরূপ নির্মাণে সহায়তা করে। যখন কোন এক বা একাধিক রূপমূল বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, তখন তার মাধ্যমে নতুন অর্থ প্রকাশিত হয়। এই অর্থ একক রূপমূল স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হলে তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। অন্যভাবে বলা চলে যে, যে-ভাবে রূপমূলগুলি একত্রে গ্রথিত হয়ে ব্যবহৃত হয় তার মাধ্যমেই গঠনগত অর্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া, কোন রূপমূল যখন একটা বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাকে আভিধানিক বলা যায়। এই অর্থ সর্বত্রই নির্দিষ্ট। নীচে উদাহরণের সাহায্যে রূপমূলের গঠনগত অর্থের দিক স্পষ্ট করা যায়। নীচে এগারটি শব্দ (রূপমূল) নির্বাচন করা হয়েছে, যা বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে পরিচিত।

ব্যস্ত	যায়	লোক	ঘড়ি
আসা	অলসভাব	দাঁড়ান	জানালা
কৌতূহলী	মানুষ	রাস্তা	

ওপরের শব্দগুলির স্থান যদি সামান্য পরিবর্তন করে এভাবে সাজান যায়, যেমন: 'ব্যস্ত আসা', 'মানুষ জানালা', 'যাওয়া কৌতূহলী' তাহলে শব্দগুলির অর্থগত দূরান্বয়তার দিকটি আমাদের কাছে সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি ওপরের শব্দগুলো অন্যভাবে সাজিয়ে লেখা যায়, যেমন: 'ব্যস্ত মনুষ', 'মানুষ যায়', 'কৌতূহলী লোক', তাহলে শব্দগুলির অর্থ স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, শব্দগুলি দ্বিতীয়ভাবে সাজানোর ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক গঠনগত দিক লক্ষ্য করে সাজান হয়েছে এবং এখানে মুক্ত রূপমূলগুলির আভিধানিক অর্থ ছাড়াও এখানে গঠনগত অর্থ বিদ্যমান। এই গঠনগত অর্থ স্বরভঙ্গী ও অতিরিক্ত ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে আরো স্পষ্টভাবে দেখান যায়। যেমন,

{১২৩ ⫽ } {´+`}।

ওপরে দুটি রূপমূল জোড়ের সাহায্যে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে একটি দিক অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, প্রত্যেকটি রূপমূলের একটি গঠনগত দিক বিদ্য-মান। একটি রূপমূলের পর আর একটি রূপমূল সন্নিবেশের মাধ্যমে গঠনগত অর্থ ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শব্দজোড়ের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই প্রকাশমান সব রূপমূল নয়। বিশেষ বিশেষ কতকগুলো রূপমূলই পরস্পর সন্নিবেশের মাধ্যমে গঠনগত অর্থ ক্রিয়াশীল হতে পারে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে, রূপমূল জোড়ের গঠনগত অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি দিকই প্রধানভাবে বিবেচ্য। প্রথমত, রূপমূলগুলির বিশেষ অবস্থান এবং দ্বিতীয়ত, শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত ও প্রান্তীয় সংযোগস্থলের গুরুত্ব। রূপমূলের বিশেষ অবস্থান আবশ্যকীয়। আগের উদাহরণে 'মানুষ যায়' সংখ্যাজোড় পরিবর্তন করে বসালে

'যায় মানুষ' 'রূপমূল জোড় অর্থহীন' সেজন্যে, গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে রূপমূলের বিশেষ অবস্থান বা রূপমূল-সংযোজন রীতি প্রয়োজনীয় দিক হিসাবে চিহ্নিত।

পূর্বে উদ্ধৃত এগারটি রূপমূল পর পর দুটি সংখ্যাজোড়রূপে না ব্যবহার করে সেগুলো একত্রে সন্নিবেশিত করলে ভাষাতাত্ত্বিক বৃহত্তর গঠনরূপ পাওয়া সম্ভব। এখানে উপরোক্ত এগারটি মুক্ত রূপমূল আরো কয়েকটি বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে অর্থগত দিক যেভাবে স্পষ্ট করে তা দেখা যেতে পারে।

ক. কৌতূহলী মানুষ জানালার পাশে অলসভাবে দাঁড়িয়ে রাস্তার ওপরে ব্যস্ত মানুষের আসা যাওয়া লক্ষ্য করছে।

খ. কেন ঐ কৌতূহলী মানুষগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে অলসভাবে জানালার মধ্যে দিয়ে ব্যস্ত মানুষগুলোর আসা যাওয়া লক্ষ্য করছে?

ওপরের দুটো বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে আগের এগারোটি মুক্ত রূপমূল ছাড়াও অনেকগুলি বদ্ধ রূপমূল ও স্বতন্ত্র শব্দের সাহায্যে বাক্যের অর্থগত দিকটি স্পষ্টরূপে নির্দেশিত। বদ্ধ রূপমূলগুলি হচ্ছে -র (জানালার, রাস্তার, মানুষের),-গুলো (মানুষগুলো) ইত্যাদি। স্বতন্ত্র শব্দগুলি হচ্ছে, কেন, ঐ । এই শব্দগুলি ও বদ্ধ রূপমূল মুক্ত রূপ-মূলের সঙ্গে ও পাশাপাশি সন্নিবেশের মাধ্যমে জটিল গঠনরূপ নির্মাণে সহায়তা করেছে। এগুলিকে অব্যয়মূলক শব্দ (function word) বলা হয়। শব্দগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করার কারণ এগুলির নিজস্ব প্রায় কোন অর্থ নেই এবং পূর্বের বা পরের যে-সব রূপ-মূলের সঙ্গে এই শ্রেণীর শব্দ ব্যবহৃত হয় সেই সব রূপমূলের গঠনগত অর্থ পরিবর্তনে সহায়তা করে থাকে। এই শ্রেণীর শব্দের সাধিত বা সম্প্রসারিত কোন রূপ নেই। এই শ্রেণীর শব্দ রীতি-বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশেষ এক ক্রিয়া করে, এবং এই রীতিবিন্যাসের বাইরে তাদের বিশেষ কোন অর্থ নেই। উদাহরণস্বরূপ ঐ, কিন্তু, ইত্যাদি শব্দগুলি গ্রহণ করা যায়। এই শ্রেণীর শব্দকে ব্যাকরণগত গঠনের মধ্যে যেভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। এই শ্রেণীর কোন কোন শব্দ এমনভাবে অন্য-শ্রেণীর শব্দের (বা রূপমূলের) সঙ্গে ব্যবহৃত হয় যে, অন্য শ্রেণীর শব্দকে অতি সহজেই চেনা যায়। যেমন, বিশেষ্য নির্দেশক শব্দ। 'ঐ, একটা' এই শ্রেণীর শব্দ সব সময় বিশেষ্যের আগে বসে বিশেষ্যকে চিনতে সাহায্য করে। যেমন, 'ঐ মানুষ, একটা বই।' এই শ্রেণীর শব্দ বিশেষ্য ছাড়া অন্য কোন শব্দের আগে ব্যবহৃত হয় না। যেমন, * ঐ লাল। এই শ্রেণীর অন্যান্য শব্দ হচ্ছে দ্বারা, কেন, এই, কিছু, কোথায় ইত্যাদি।

ওপরে এগারটি মুক্ত রূপমূল পরপর সাজানোর পর সেগুলি অব্যয়মূলক শব্দের সাহায্যে যে অর্থ প্রকাশ করেছে সেখানে রূপমূলগত আরো দুটি পরিবর্তন লক্ষণীয়। 'আসা, যায়, মানুষ, লোক, দাঁড়ান' ইত্যাদি রূপমূলগুলি গঠনগত রূপান্তরের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন, 'আসা' থেকে 'আসে', আসছে, আসবে, আসছি, আসছিলাম' ; 'যায়' থেকে 'যাব, যাচ্ছি, যাবে, যাচ্ছিলাম, যাচ্ছে' ; 'মানুষ' থেকে 'মানুষগুলো, মানুষের, মানুষেরা' ইত্যাদি পরিবর্তন সহজেই সম্ভব। সাধারণত, কোন মুক্ত রূপমূলের শেষে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্ত হয়ে ব্যাকরণগত যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে সম্প্রসারিত রূপমূল (inflectional morpheme) বা সম্প্রসারিত (inflectional) পরিবর্তন হিসাবে ধরা হয়।

কোন মুক্ত রূপমূলের প্রথমে, মাঝে বা শেষে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্ত হয়ে শব্দার্থগত ও গঠনগত পরিবর্তন করতে সক্ষম। এই শ্রেণীর পরিবর্তনকে সাধিত (derivational) বলা

হয় এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত রূপমূলকে সাধিত রূপমূল (derivational morpheme) বলা হয়। যেমন, 'অলস' থেকে 'অলসতা আলসে, আলস্য, আলসেমি' ইত্যাদি ; 'গণ' থেকে 'অগণ, অগণতন্ত্র, অগণতান্ত্রিক' ইত্যাদি।

৪. গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে বিভিন্ন রূপমূলের সংজ্ঞা, শ্রেণীকরণ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত। পূর্বের আলোচনায় (৩) রূপমূলের তিন শ্রেণীর অর্থের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : আভিধানিক, গঠনগত ও অব্যয়মূলক। যখন একটি মুক্ত রূপমূল অন্য বদ্ধ রূপমূলের সঙ্গে সংযুক্তির মাধ্যমে যে-অর্থ প্রকাশ করে তাই গঠনমূলক ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। একটি রূপমূল যখন অন্য রূপমূলের পাশে অবস্থান করে বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার গুরুত্বই সর্বাধিক। এক্ষেত্রে যে-প্রশ্নের ওপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হল, রূপমূল কিভাবে একটি প্যাটার্নের অন্তর্ভুক্ত হয় তার ওপর। এর সঙ্গে অপর সম্পর্কিত দিক হল এই পরিবেশে রূপমূলগুলি কোন শ্রেণীর ফর্ম গ্রহণ করে তার দিক।

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে যে-প্রণালীর মাধ্যমে এক শ্রেণীর রূপমূলকে একটি স্বতন্ত্র শাখায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এই প্রক্রিয়াকে প্যারাডাইম (paradigm) বলে। এক্ষেত্রে প্রধান বিচারণীয় দিক হল কিভাবে রূপমূলের সঙ্গে সাধিত ও সম্প্রসারিত প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং বাক্যে কিভাবে এই শ্রেণীর রূপ অন্য রূপের তুলনায় বিশেষ স্থান গ্রহণ করে তার বিশ্লেষণ। বাংলায় ব্যবহৃত অসংখ্য রূপমূলের মধ্যে অব্যয়মূলক শব্দের সংখ্যার স্বল্পতা সহজেই লক্ষণীয়। অন্যদিকে, এই শ্রেণীর শব্দ ছাড়া অন্য একশ্রেণীর রূপমূল প্রতিনিয়ত বাংলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর রূপমূলগুলি গঠনমূলক বিচার পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এগুলিকে গঠনশ্রেণী রূপে চিহ্নিত করা হয়। নীচে এই শ্রেণীর রূপমূলের গঠনগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য :

এই পর্যায়ে বিভিন্ন রূপমূলের গঠনগত দিকের পরিপ্রেক্ষিতে একত্রীকরণ করা হয়। প্রত্যেকে সেটে একটি মুক্ত রূপমূল এবং তার সঙ্গে যে-শ্রেণীর রূপমূলগত পরিবর্তন সাধিত হয় সেগুলির সাহায্যে একটি শ্রেণী বিন্যাস করা হয়ে থাকে। এই রূপের মধ্যে অন্ত্যপ্রত্যয় বা বিভক্তির অন্তর্ভুক্তি বা ধ্বনিগত পরিবর্তন, অথবা উভয় রূপই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এখানে মূল রূপমূলটি তার আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন না করেই বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রিয়া সম্পাদন করে। উদাহরণ হিসাবে বিশেষ্যকে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ্যের সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয় রূপমূলের মূল একবচন, বহুবচন সম্বন্ধের সম্প্রসারণের সাহায্যে।

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য :

সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য সাধারণত একশ্রেণীর সেট নির্মাণ করে যেখানে রূপমূলের শেষে অন্ত্যপ্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়ে তাদের আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন করে, কিংবা ব্যবহৃত বাক্যের একাংশ, কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সাধন করে। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় যে, ইংরেজিতে রূপমূল শেষে —hood, —ship, —ness ও —ment যোগে বিশেষ্য-নির্দেশক সাধিত অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়। এই শ্রেণীর শব্দ বাক্যমধ্যে ব্যবহৃত না হয়ে যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় তখনও শব্দগুলিকে বিশেষ্য হিসাবে চিনতে কোন অসুবিধা হয় না। বাংলায় কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দশেষে সাধিত প্রত্যয়যোগে চিহ্নিত শব্দ ও সর্বদা বিশেষ্য-রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, মহৎ থেকে মাহাত্ম্য, দরিদ্র থেকে দারিদ্র্য।

গ. শব্দের অবস্থান :

বাক্য মধ্যে রূপমূল সন্নিবিষ্ট করার একটা বিশেষ রীতি বিদ্যমান। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন রূপমূল যে-ভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ রূপমূলশ্রেণী চিহ্নিত ও বিচার করা হয়ে থাকে। সাধারণ কথাবার্তার সময় বা এককভাবে রূপমূল ব্যবহারের সময় অনেক ক্ষেত্রে রূপমূলের প্রকৃতি বোঝা যায় না। কোন কোন ভাষায় যেমন ইংরেজি, একই রূপমূলের বাক্যের মধ্যে অবস্থান দেখে তার শাখা নির্দিষ্ট করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ 'round' শব্দটি গ্রহণ করা যায়। শব্দটি বাক্যের মধ্যে যে-স্থান গ্রহণ করবে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ্য বিশেষণ, সকর্মক ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের স্থান ও পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. স্বরভঙ্গী রীতি :

বিভিন্ন রূপমূল শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, সংযোগস্থলের সাহায্যে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তিত হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় একই রূপমূল বিভিন্ন শ্রেণীর স্বরভঙ্গী বা সংযোগস্থলের জন্য অর্থগত বৈপরীত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। যেমন ইংরেজি শব্দ contract স্বরভঙ্গীর জন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়া হতে পারে। বাংলায় অবশ্য স্বরভঙ্গীর তারতম্যের জন্য শব্দের অর্থগত কোন পার্থক্য দেখা দেয় না। কিন্তু, সংযোগস্থল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যেমন, পা+গোল=গোল পা বনাম পাগোল=উন্মাদ। প্রথম রূপমূলে পা ও গো-এর মধ্যে সংযোগস্থল থাকায় এবং দ্বিতীয় রূপমূলে সংযোগস্থল না থাকায় অর্থগত পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ :

প্রত্যেক ভাষায় কিছু সংখ্যক অব্যয়মূলক শব্দ আছে যেগুলি স্বাধীন রূপমূলের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়ে সেগুলির শ্রেণী ও সম্পর্কগত দিক নির্দেশে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। যেমন, ইংরেজি বাক্য 'Box leaves before you go' অর্থহীন, এবং box বা leaves এর আগে the বসে বাক্যের অসংগতি দূর করতে সাহায্য করে অর্থের সংগতিবিধান করে। বাংলা বাক্যেও অব্যয়মূলক শব্দের গুরুত্ব কম নয়। একটি উদাহরণ দিলেই বাংলা বাক্যে অব্যয়মূলক শব্দের গুরুত্ব বোঝা যাবে। যেমন, তুমি আস, তবে আমি যাব। ব্যাকরণগত দিক থেকে বাক্যটি ত্রুটিপূর্ণ। 'তুমি' রূপমূলের আগে 'যদি' অবস্থানের পর বাক্যরূপ সম্পূর্ণ আকার লাভ করবে।

গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে বিভিন্ন গঠনশাখার অন্তর্ভুক্ত রূপমূলগুলি তাদের গঠন, বাক্যগত পরিবেশ, অর্থবিন্যাসরীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। এক্ষেত্রে, ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন বিন্যাসরীতির মাধ্যমে রূপমূল বিচার করলেও গঠনগতদিকের ক্ষেত্রে ঐক্য বিদ্যমান। এখানে গঠনশাখার অন্তর্ভুক্ত রূপমূলগুলি চারটি প্রধান শাখায় বিভক্তি-করণের পর প্যারাডাইমের সাহায্যে বিচার করা হয়েছে। দ্বিতীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত অব্যয়-মূলক শব্দগুলি স্বতন্ত্র শাখা পর্যায়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

গঠন শাখার অন্তর্ভুক্ত রূপমূলের শ্রেণীবিন্যাস

প্রথম শ্রেণীর রূপমূল : বিশেষ্য

যে-সব ভাষাতাত্ত্বিক রূপ-গঠন এই শাখার অন্তর্ভুক্ত সেগুলির কয়েকটি স্পষ্ট গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচনার সাহায্যে বিশ্লেষিত হয়েছে।

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য :

বিশেষ্যের শেষে সম্প্রসারিত প্রত্যয় যুক্তির মাধ্যমে দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর রূপমূল-গুলি বহুবচন ও সম্বন্ধসূচক দিক নির্দেশ করে থাকে। একবচন বিশেষ্যরূপের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় বা বিভক্তি (সাধারণ অর্থে বদ্ধ রূপমূল) সংযুক্ত হয়ে কখনো বহুবচন, কখনো সম্বন্ধসূচক দিক নির্দেশিত হয়। যেমন :

একবচন	প্রত্যয়	বহুবচন/সম্বন্ধ
ছেলে	+ গুলো	ছেলেগুলো
মেয়ে	+ দের	মেয়েদের
বাচচা	+ রা	বাচচারা

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য :

প্রচলিত বহু বিশেষ্য আছে, যেগুলোর সঙ্গে সাধিত প্রত্যয় যুক্ত হলে এই শ্রেণীর বিশেষ্য -কে সহজেই নির্দেশ করা যায়। এমনকি, বিশেষ্য নয়, এমন অনেক রূপমূলের সঙ্গেও এই শ্রেণীর প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য গঠিত হতে পারে। যেমন, ইংরেজিতে শব্দশেষে—er, -ment যোগে ক্রিয়াগুলি বিশেষ্যে পরিণত হয়, বিশেষণের শেষে-ness যুক্ত হয়ে বিশেষ্যে রূপান্তরিত হয়। অন্যান্য ভাষার মত বাংলা শব্দগঠনের ক্ষেত্রেও গঠনগত এই প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। যেমন :

অনুসর্গ	বিশেষণ	বিশেষ্য
-আই	মিঠা	মিঠাই
-মি	নোংরা	নোংরামি
-পনা	দুরন্ত	দুরন্তপনা

অনুসর্গ	সর্বনাম	বিশেষ্য
-ত্ব	আমি	আমিত্ব
-ইকা	অহম	অহমিকা

গ. স্বরভঙ্গী :

কোন কোন ভাষায় স্বরভঙ্গীর বিশেষ গুরুত্ব বিদ্যমান। কোন রূপমূলের ওপর পতিত স্বর-ভঙ্গীর রীতি দেখে অতি সহজের সেই রূপমূলের প্রকৃতি বা রূপ নির্দেশ করা যায়। উদাহরণ হিসাবে ইংরেজির নাম করা যায়। এখানে একই রূপমূলে স্বরভঙ্গীর ভিন্নরীতির জন্য রূপমূল পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন : suspect ও contract রূপমূল। এখানে উভয় রূপমূলের প্রথম স্বরধ্বনির ওপর মুখ্য ও শেষের স্বরধ্বনির ওপর গৌণ-স্বরাঘাত পড়ায় তা বিশেষ্যরূপে চিহ্নিত। স্বরাঘাতের রীতি পরিবর্তন করলে রূপমূল দুটি বিশেষ্য থেকে অন্য শাখার রূপমূলে পরিবর্তিত হবে। ইংরেজি ভাষায় এই নিয়ম নির্দিষ্ট বলে স্বরভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে রূপমূল সনাক্তকরণ কষ্টসাধ্য নয়। বাংলায় স্বরভঙ্গীর তারতম্যের জন্য এক শ্রেণীর রূপমূল অন্য শ্রেণীর রূপমূলে রূপান্তরিত হয় না। বাংলায় স্বরভঙ্গী

সর্বদা রূপমূলের প্রথমে পড়ে এবং অনেক বক্তার ভাষাভঙ্গীর জন্য স্বরভঙ্গী রূপমূলের অন্যত্র পড়লেও রূপমূলের অর্থ থাকে অপরিবর্তিত। অনেক সময় উচ্চস্বরের তারতম্যের জন্য বক্তার ভাবের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে কিন্তু এই পরিবর্তন ধ্বনিগত নয়। যেমন, মা১, মা২, মা৩। এখানে মা১ ও মা৩-এর উচ্চস্বরের পার্থক্য দেখান হলেও, এই পার্থক্য ভাবগত পরিবর্তন আনলেও অর্থগত পরিবর্তন সাধন করেনি। এক্ষেত্রে, প্রসঙ্গ-ক্রমে চীনা ভাষার উল্লেখ করা যায়। যেখানে উচ্চ স্বর ধ্বনিমূলক অর্থ পরিবর্তন সাধন করে।

ঘ. শব্দের অবস্থান :

বাক্যে ব্যবহারের সময় বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূলের একটি ক্রমানুক্রমিক অবস্থান আছে। সাধারণত, এক শ্রেণীর রূপমূল যেখানে ব্যবহৃত হয়, অন্য শ্রেণীর রূপমূল সেখানে ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বিশেষ্য গ্রহণ করা যায়। বাংলা বাক্যে বিশেষ্য সাধারণভাবে ক্রিয়ার আগে বসে। একটা নকশার সাহায্যে বিশেষ্যের অবস্থানরীতি সহজেই দেখান যায়। যেমন :

ঐ ———এখানে।১
———খায়।২

প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের শূন্যস্থান 'লোকটা' বা সমগোত্রীয় রূপমূল দিয়ে পূরণ করাযায় এবং বিশেষ্য ছাড়া অন্য কোন রূপমূলের সাহায্যে শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব নয়।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ :

বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূলগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বিশেষ্যের আগে কতকগুলো অব্যয়মূলক শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং বাংলায় আর্টিকল নেই বলে বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্য-পর-শব্দ (particle) ব্যবহৃত হয়। যেমন, ঐ লোকটা, এই বইটা, মেয়েটা ছেলেটি ইত্যাদি। সম্বন্ধসূচক সর্বনামের প্রসঙ্গও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, এই শ্রেণীর রূপ-মূলগুলি বিশেষ্যের আগে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, আমার বই, তোমার খেলনা, তার কলম ইত্যাদি। এখানে আমার, তোমার, তার সম্বন্ধসূচক সর্বনাম এবং এই শ্রেণীর রূপ-মূলের পর বিশেষ্যমূলক রূপমূল ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর সর্বনাম ছাড়াও নির্দেশক (demon-strative) সর্বনামগুলিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। যেমন, এই, ঐ, এগুলো, ওগুলো, এই শ্রেণীর সর্বনামের পর বিশেষ্য ব্যবহৃত হওয়াই সাধারণ রীতি। যেমন এই মেয়েটা দেখতে সুন্দর, ঐ বইটা দাও। এখানে একটি ব্যতিক্রম লক্ষণীয়। এই, ঐ একবচন বলে তার পরে সরাসরি বিশেষ্যের ব্যবহার প্রচলিত হলেও, এগুলো ও ওগুলো বহুবচন নির্দেশক হওয়ায় তাদের পর সরাসরি বিশেষ্য বসার বাধ্যকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

১. এগুলো আম।

২. ওগুলো বই।

প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য অপ্রচলিত না হলেও বাংলা বাক্যে সর্বনামগুলির নির্দেশক ভূমিকার জন্য এখানে অর্থ পূর্ণতা পায়নি। যেমন পূর্ণতা পায় 'এগুলো ভাল আম ও ওগুলো ভাল বই' বাক্যের মধ্যে নীচের বাক্যগুলি লক্ষ্য করলেই বাংলা বাক্যে এই শ্রেণীর সর্বনামের ব্যবহাররীতি বোঝা যাবে।

১. এগুলো ছেলেদের বই।
২. ওগুলো কী আম?
৩. এগুলো ভাল কাপড়।
৪. এই বইগুলো নতুন।

ওপরের চারটি বাক্যে নির্দেশক সর্বনামের চতুর্বিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রথমবাক্যে 'এগুলো'র পর 'ছেলেদের' (সম্বন্ধসূচক) রূপমূল, দ্বিতীয় বাক্যে, 'ওগুলো'র পর 'কী' (নির্দেশক) শব্দ, তৃতীয় বাক্যে 'এগুলো'র পর 'ভাল' (বিশেষণ) শব্দ এবং চতুর্থ বাক্যে 'এই' সর্বনামের পর 'বই'-এর সঙ্গে বহুবচন ব্যবহৃত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপমূল: ক্রিয়া

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য :

বাংলা ক্রিয়ার নির্দিষ্ট কতকগুলি রূপ বিদ্যমান। ক্রিয়ার রূপমূলের সঙ্গে সম্প্রসারিত রূপ সংযুক্ত হয়ে রূপমূলের পরিবর্তন সাধন করে। ক্রিয়ার সম্প্রসারিত রূপগুলি হচ্ছে কাল, ও পুরুষ। এই দ্বিরূপের সাহায্যে ক্রিয়ার রূপমূল পরিবর্তিত হয়। ক্রিয়ার কাল গঠনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বদ্ধ রূপমূল ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সাধারণভাবে এগুলি লক্ষ্য করলেই কালগত রূপটি বোঝা যায়। যেমন,

কাল	বদ্ধরূপমূল	পুরুষ	গঠিত রূপমূল
অতীত	-ছিলেন	(মান্যার্থে)	খেয়েছিলেন
	-ছিলি	(তুচ্ছার্থে)	খেয়েছিলি
	-ছিলে	(সাধারণ অর্থে)	খেয়েছিলে

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য :

ইংরেজিতে বিভিন্ন রূপমূলের সঙ্গে সাধিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে মূল রূপের পরিবর্তন সাধন করে। সাধারণত, মুক্তরূপের শেষে -ate, -ize, -fy এবং উপসর্গ -en যোগে মূল রূপের পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন,

কোন রূপমূলের শেষে -ate যুক্ত হলে তা হবে বিশেষ্য।
কোন রূপমূলের শেষে -ize যুক্ত হলে তা হবে বিশেষ্য ও বিশেষণ।
কোন রূপমূলের শেষে -fy যুক্ত হলে তা হবে বিশেষ্য ও বিশেষণ।
কোন রূপমূলের শেষে -en যুক্ত হলে তা হবে বিশেষ্য।

বাংলা ক্রিয়ারূপের সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য অপেক্ষকৃত সহজলভ্য হলেও, সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য একেবারে অনুপস্থিত নয়। সাধারণভাবে, একটি রূপমূলের সঙ্গে একটি প্রত্যয় যোগে এই শ্রেণীর ক্রিয়ারূপ গঠিত হয়। এখানে এই শ্রেণীর ক্রিয়ারূপের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন :

খাওয়া (খা+ওয়া), যাওয়া (যা+ওয়া), করা (কর+আ), লেখা (লেখ+আ), শেখায়, শোনায়, দোলায়, দেখায়, রাঙানো, থাবড়া, ভাপসা ইত্যাদি।

গ. স্বরভঙ্গী

বিশেষ্যের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ইংরেজিতে সর্বদা বিশেষ্য-মূলক রূপমূলের প্রথম স্বরধ্বনির ওপর মুখ্য স্বরাঘাত ও শেষের স্বরধ্বনির ওপর গৌণ স্বরাঘাত পড়ে। অন্যদিকে, ক্রিয়ামূলক রূপমূলের ক্ষেত্রে প্রথম স্বরধ্বনির ওপর গৌণ ও শেষের স্বরধ্বনির ওপর মুখ্য স্বরাঘাত পড়ে। যেমন, perfect রূপমূল।

ঘ. শব্দের অবস্থান :

বাংলা বাক্যগঠনরীতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সাধারণত বাক্যের শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় এবং তার আগে বিশেষ্য বসে থাকে। কিন্তু, কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতি-ক্রম লক্ষ্য করা যায়। প্রশ্নবোধক বাক্যে ক্রিয়া নির্দেশক শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়। শর্তমূলক বাক্যে দুই বিশেষ্যের মাঝখানে ক্রিয়া অবস্থান করতে পারে। যেমন,

ক. সে বই চায়।
খ. ভাত খেলে নাকি?
গ. ভাত খেলে বই পাবে।

এই নিয়ম থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ বাক্যে ক্রিয়া সর্বদা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অন্যান্য বাক্যে ক্রিয়া এই স্থান পরিবর্তন করলেও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে বিশেষ্যের পর ক্রিয়া ব্যবহৃত হবে। তৃতীয় বাক্যে চারটি রূপমূল পরপর ব্যবহৃত হয়েছে, দুটি বিশেষ্যমূলক ও দুটি ক্রিয়ামূলক রূপমূল। প্রথমটি বিশেষ্য, দ্বিতীয়টি ক্রিয়া, তৃতীয়টি বিশেষ্য, চতুর্থটি ক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায় যে দুটি বিশেষ্যের মাঝখানে একটি ক্রিয়া বা দুটি ক্রিয়ার মাঝখানে একটি বিশেষ্যমূলক রূপমূল বর্তমান।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ :

অব্যয়মূলক শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার সম্পর্ক বিচার করলে দেখা যায় যে, ইংরেজিতে ক্রিয়ার আগে ক্রিয়াসংক্রান্ত শব্দ (can, may, shall, will, must) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলায় এই রূপ ক্রিয়াশীল নয়। ক্রিয়ার আগে অনেক ক্ষেত্রে 'পারি, পারে, অবশ্য, অবশ্যই' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হলেও এগুলির ক্ষেত্রে পুরুষ ভেদে পরিবর্তন সহজেই লক্ষ করা যায়। যেমন, সে পারে, কিন্তু আমি পারি। বাক্য : সে যেতে পারে, আমি খেতে পারি। এই শ্রেণীর শব্দ সাধারণত ক্রিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর রূপমূল : বিশেষণ

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য :

চলিত বাংলায় এক বা একাধিকের তুলনামূলক মান বোঝাতে বর্তমানে বিশেষণের সঙ্গে কোন বদ্ধ রূপমূল বা অন্ত্য প্রত্যয় যুক্ত হয় না। তার পরিবর্তে একটি অব্যয়মূলক শব্দের সাহায্যে তুলনার মান নির্দেশিত হয়। তৎসম শব্দ-তর ও -তম এই দুটি বদ্ধ রূপমূলের সাহায্যে তুলনার মান নির্দেশিত হয়ে থাকলেও, চলিত রীতির ক্ষেত্রে উভয় রূপ সাধারণভাবে অব্যবহৃত। যেমন :

ক. সে সবচেয়ে সুন্দর।
মেয়েদের মধ্যে চম্পা বেশী সুন্দর।

খ. সে সুন্দরতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।
মেয়েদের মধ্যে সেই সুন্দরতম।

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য :

ইংরেজি ভাষায় যেমন বিভিন্ন রূপমূলের শেষে বদ্ধ রূপমূল সংযুক্তির মাধ্যমে বিশেষণ গঠিত হয়, বা বিশেষণের সঙ্গে এই প্রয়োগের সাহায্যে বিশেষ্য নির্দেশিত হয়, বাংলায় সর্বত্র এই গঠনগত প্রক্রিয়া লক্ষণীয় নয়। কিন্তু, সর্বদা না হলেও এই প্রক্রিয়া বাংলায় একেবারে দুর্লভ নয়। যেমন, লাল—লালচে, লালিমা বা এই শ্রেণীর রূপগত পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রেই লভ্য ; এখানে এই শ্রেণীর কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পা র।

মন্দ	মান্দ্য।
দরিদ্র	দারিদ্র্য।
শুভ	শুভকর্ম, শুভক্ষণ।
আনন্দ	আনন্দকর, আনন্দদায়ক।
কল্যাণ	কল্যাণী, কল্যাণকর, কল্যাণদায়ক।
প্রীতি	প্রীতিকর, প্রীতিদায়ক, প্রীতিজনক।

গ. স্বরভঙ্গী :

বাংলায় বিশেষণের ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গীর কোন গুরুত্ব নেই বলে স্বরভঙ্গী পরিবর্তনে অর্থগত কোন তারতম্য সৃষ্টি হয় না। ইংরেজিতে যুক্ত রূপমূলের ক্ষেত্রে প্রথমে গৌণ স্বরাঘাত থাকলে তা বিশেষণরূপে চিহ্নিত হয়। নীচের উদাহরণে প্রথম রূপমূলটি বিশেষণ, দ্বিতীয় রূপমূলটি বিশেষ্য।

black board (black এর a-এর ওপর গৌণ ও board-এর o-এর ওপর মুখ্য স্বরাঘাত)।
black board (black এর a-এর ওপর মুখ্য ও board এর o-এর ওপর গৌণ স্বরাঘাত)।

ঘ. শব্দের অবস্থান :

বাংলার বাক্যে নির্দেশক ও বিশেষ্যের মাঝখানে বিশেষণ ব্যবহৃত হয়। কোন বাক্যে নির্দেশক না থাকলে বিশেষ্যের আগে বিশেষণের ব্যবহারই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। নিচের নকশা লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে।

একজন—— মেয়ে চলে গেল।

যে——লোক সে কখনো——কাজ করে না।

উপরোক্ত বাক্য দুটির মধ্যে প্রথম বাক্যে 'একজন'এর পরে 'ভাল, খারাপ, সুন্দর, কালো' ইত্যাদি রূপমূল ব্যবহৃত হতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে প্রথম শূন্যস্থানে 'ভাল, সৎ' ইত্যাদি ও দ্বিতীয় শূন্যস্থানে 'খারাপ' ইত্যাদি রূপমূল' অনায়াসেই বসান যায়।

ঙ. অব্যয়মূলক শব্দ :

বাংলায় বিশেষণের আগে কোন অপেক্ষক শব্দ ব্যবহৃত হয় না। বরং বলা চলে যে, বিশেষণের আগে গুণসম্পর্কমূলক শব্দ 'অনেক, কিছু, অত্যন্ত, বেশ, বরং' ইত্যাদি বসে থাকে। যেমন :

সভায় অনেক ভাল লোক এসেছিল।

কিছু খারাপ লোক সব জায়গাতেই আছে।

সে বেশ দক্ষ কারিগর।

সেখানে যাব না, বরং ভাল গান শুনব।

চতুর্থ শ্রেণীর রূপমূল : বিশেষণ

বাংলা ক্রিয়া বিশেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এমন অনেক ক্রিয়া বিশেষণ আছে যেগুলির সঙ্গে বিশেষণের ব্যবহারের সঙ্গে সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু, এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও বাক্য ব্যবহারের সময় কোন শব্দ বিশেষণ আর কোনটি ক্রিয়া বিশেষণ তা গঠনগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা বাঞ্ছনীয়। ক্রিয়াবিশেষণের যে স্বতন্ত্র গঠনগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নীচে সে-সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ক. সম্প্রসারিত রূপবৈশিষ্ট্য :

বাংলা ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত প্রত্যয়যোগে গঠিত রূপমূলের সংখ্যা অসংখ্য নয়। এ বা ইয়া-যোগে গঠিত ক্রিয়াবিশেষণ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

এ-যোগে গঠিত ক্রিয়াবিশেষণ : গম্ভীর স্বরে, ওপরে, নীচে, গোলমালে, দুঃখে, আনন্দে।

ই বা ইয়া-যোগে গঠিত ক্রিয়াবিশেষণ : গন্‌গনিয়ে (গন্‌গন করে) টনটনিয়ে (টনটন করে), কচকচিয়ে।

খ. সাধিত রূপবৈশিষ্ট্য :

কোন কোন ভাষায় ক্রিয়াবিশেষণের সাধিত রূপটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এই শ্রেণীর রূপমূল অতি সহজেই চিহ্নিত করা যায়। যেমন ইংরেজিতে রূপমূল শেষে -ly সংযুক্তির ফলে তা ক্রিয়াবিশেষণে পরিণত হয়। বিশেষ্যের শেষে -ward, -wards ও -wise যোগেও ক্রিয়াবিশেষণ গঠিত হয়ে থাকে। বাংলা ক্রিয়াবিশেষণের ক্ষেত্রে অনেক সময় রূপমূলের সঙ্গে অন্য একটি মুক্ত বা বদ্ধ রূপমূল যোগে এই শ্রেণীর রূপমূল গঠনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

শোনা-মাত্র, চেনা-মাত্র, স্নেহের সঙ্গে, গানের সঙ্গে, গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে ইত্যাদি।

গ. স্বরভঙ্গী :

অন্যান্য রূপমূলের মত বাংলায় ক্রিয়াবিশেষণের কোন স্বতন্ত্র স্বরভঙ্গী বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। ইংরেজিতে ক্রিয়াবিশেষণের স্বরভঙ্গী বিশেষ্যের মত। অর্থাৎ, মুখ্য স্বরভঙ্গী সর্বদা রূপ-মূলের প্রথম স্বরধ্বনির ওপর পড়ে। সে ক্ষেত্রে, ক্রিয়াবিশেষণ সনাক্ত করণের ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গীর তেমন গুরুত্ব নেই বলা চলে।

ঘ. শব্দের অবস্থান :

বাংলা বাক্যে ক্রিয়াবিশেষণের অবস্থানগত বৈচিত্র্য বিদ্যমান। বাক্যে এই শ্রেণীর রূপমূল বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে পারে বা ব্যবহৃত হতে পারে বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সহজেই ব্যবহার করা যায়। যেমন :

অ. ঘটনার বর্ণনা কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

আ. কৌতূহলের সঙ্গে সে ঘটনা বর্ণনা করল।

ই. কৌতূহল নির্ভর করে ঘটনার বর্ণনার ওপর।

৫. কোন রূপমূল স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয়ে নিজস্ব যে অর্থ প্রকাশ করে, তারচেয়ে যখন রূপমূলগুলি সংবদ্ধ হয় এবং বৃহত্তর গঠনের সাহায্যে যে অর্থ প্রকাশ করে তখন তার অর্থের পরিসীমা বর্ধিত হয়। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, কোন রূপমূল যখন পৃথকভাবে উচ্চারিত হয় এবং বিভিন্ন রূপমূল সংযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়, তখন অর্থ বা ধ্বনিগত পরিবেশের দিক থেকে রূপমূলের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়। এর আগে রূপ-মূলের গঠনগত দিক সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে আলোচনার সাহায্যে তা আরো বিস্তৃত করা যেতে পারে। এখানে রূপমূল যে-ভাবে গঠিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে চারটি প্রধান দিক থেকে সেগুলি বিচার করা হয়েছে। বর্তমানে চারটি পর্বে কিছু সংখ্যক রূপমূল গ্রহণ করা হয়েছে। রূপমূলগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্বের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সহজ হবে।

অ. ক্ষুধার্ত জনতা।
দেশের বাড়ি।

আ. টাকা পয়সার আলোচনা।
সৈনিকবৃন্দ নিহত।

ই. সত্যি কথা বল।
সাবধানে থেকো।
তোমার প্রতিবেশীদের ভালবাস।

ঈ. সুতো আর সুঁই।
দেশলাই আর সিগারেট।
প্রেমও নয় মেয়েও নয়।
আশা আর প্রার্থনা।

বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত রূপমূলগুলি হচ্ছে মৌল গঠনমূলক রূপমূল। বৃহৎ ভাষাতাত্ত্বিক গঠনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শ্রেণীর রূপমূলের সাহায্যেই তা ক্রিয়াশীল হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, গঠনের দিক থেকে রূপমূলগুলি ক্রমশ জটিলতর করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর রূপমূলগুলির দ্বারাই সম্ভব। অ. প্রথম শ্রেণীর রূপমূলগুলিকে গঠনগত দিকের বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর বলা যায়। এই শ্রেণীর উদাহরণের ক্ষেত্রে দুটি করে শব্দজোড় বিদ্যমান, প্রথমটি শীর্ষ (head), যেমন, জনতা, বাড়ি ; এবং দ্বিতীয়টি রূপান্তর (modifier), যেমন, ক্ষুধার্ত, দেশ। আ. দ্বিতীয় শ্রেণীর উদাহরণে বিধেয়গত গঠনরূপ নির্দেশিত। দুটি শব্দজোড়ের মধ্যে প্রথমটি উদ্দেশ্য (টাকা, সৈনিক) এবং দ্বিতীয়টি বিধেয় (অলোচনা, নিহত)। ই. তৃতীয় শাখায় গঠনগত পূরকতা লক্ষণীয়। এখানেও রূপমূল সংযুক্তির ক্ষেত্রে দুটি অংশ বিদ্যমান। প্রথমাংশে ক্রিয়াগত উপাদান(বলা, ভালবাসা) এবং দ্বিতীয়াংশে পূরক বিদ্যমান (সত্যকথা, সাবধান, তোমার প্রতিবেশী)। ঈ. চতুর্থ শাখায় যে-সব রূপমূল ব্যবহৃত, সেগুলির মধ্যে একই ধরণের ব্যাকরণগত উপাদান আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেগুলি অব্যয়মূলক শব্দ দ্বারা সংযুক্ত হতে পারে বা সংযুক্তি না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে, বাক্যে গঠনগত ঐক্যগত দিক বিদ্যমান বলা যায়। যেমন, প্রথমক্ষেত্রে বিশেষ্য সুতো, সুঁই, দেশলাই, সিগারেট, প্রেম, মেয়ে, অথবা ক্রিয়া যেমন আশা, প্রার্থনা। এই দু শ্রেণীর রূপমূল মাঝে মাঝে অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে, যেমন আর, নয়।

৫.১ বাংলা বাক্য গঠনরীতি লক্ষ্য করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কতকগুলি মৌল ব্যাকরণগত উপাদানের সাহায্যে অন্যান্য উপাদানগুলি ক্রমশ বিস্তৃত হয়। প্রত্যেকটি ব্যাকরণগত গঠন অব্যবহিত উপাদানের সাহায্যে বিভক্ত করে দেখান সম্ভব। সাধারণত, মূল বাক্যকে দুটি অংশে প্রথমে বিভক্ত করা হয় এবং পরে এই দুটি অংশ আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তিক উপাদানে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয় (ব্যাকরণে যাকে শব্দ বলা হয়)। অন্যভাবে বলা যায় যে, ব্যাকের বিভিন্ন উপাদানগুলি ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ করা হয় যতক্ষণ না রূপমূলে পেঁছান যায়। বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গঠন (construction), উপাদান (constituent) ও অব্যবহিত উপাদানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন। গঠন বলতে যাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান সেই শ্রেণীর অর্থপূর্ণ শব্দদল বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, যে প্রণালীতে শব্দকে একই শাখাভুক্ত করা যায় তাকে গঠন বলা যেতে পারে। যেমন : আমাদের পাশের বাড়ির রোগা মেয়েটা রোজই স্কুলে যায় বাক্যে সম্পূর্ণ বাক্য বা রোগা মেয়েটা গঠন নির্দেশ করে কিন্তু রোজই স্কুলে নয়। কেননা, দুটো রূপমূলের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। তেমনি, রোগা কোন গঠন নয়। কেননা এটা একটা রূপমূল মাত্র। যে-কোন রূপমূল বৃহত্তর গঠনাংশ গঠন করে তাকে উপাদান বলা হয়। যেমন, আমাদের পাশের বাড়ির রোগা মেয়েটা রোজই স্কুলে যায় বা রোগা মেয়েটা উপাদান হিসাবে ধরা গেলেও 'মেয়েটা রোজ' উপাদান হিসাবে গৃহীত হবে না। তার কারণ এখানে সম্পূর্ণ বক্তব্য নেই এবং এটা বৃহত্তর কোন গঠনের অংশ নয়। গ্লীসন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে, ক্ষুদ্রতম উপাদান হচ্ছে গঠন এবং বৃহত্তম গঠন হচ্ছে উপাদান। তাহলে অব্যবহিত উপাদানের সংজ্ঞা কি? সহজভাবে বলা যায় যে, অব্যবহিত উপাদান হচ্ছে দুটো বা তার বেশী উপাদান যা থেকে প্রত্যক্ষ-ভাবে কোন গঠন নির্মাণ সম্ভব। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় 'আমার ক্যানাডীয় বন্ধু এই চিঠিটা লিখেছে' এই বাক্যে 'আমার ক্যানাডীয় বন্ধু' ও 'এই চিঠিটা লিখেছে' দুটি অব্যবহিত উপাদান। আমার, ক্যানাডীয়, বন্ধু উদ্দেশ্যের অব্যবহিত উপাদান ; এই, চিঠিটা, লিখেছে বিধেয়ের অব্যবহিত উপাদান এবং এই, চিঠিটা ক্রিয়ার কর্ম। কোন বাক্যকে কি-ভাবে অব্যবহিত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে কাটা হবে তা প্রধানত দুটি দিকের ওপর নির্ভরশীল। বাক্য বিভক্তের সময় রূপমূলগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান এবং সেগুলোর

মধ্যে নিকটতম যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। অন্যথায়, বাক্য কাটার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। এখানে কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে এই দিকটি ব্যাখ্যা করা যায়।

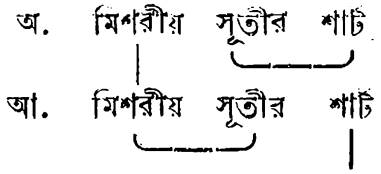

'মিশরীয় সূতীর শার্ট' বাক্যের অব্যবহিত উপাদান দু'ভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখান হয়েছে। যদি বলা হয় অ ও আ-র মধ্যে কোনটি সঠিক, তাহলে এখানে উত্তর দেওয়া যায় যে, এক্ষেত্রে কোনটিই ত্রুটিপূর্ণ নয়। কেননা, বাক্যটি দু'ভাবে বিচ্ছিন্ন করার ফলে অর্থ দু'ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে (অ) সূতীর ও শার্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে (আ) মিশরীয় ও সূতীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক নির্দেশিত। প্রথম বাক্যের অর্থ 'সূতীর শার্ট মিশরের তৈরী', দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ 'শার্টটা মিশরীয় সূতোয় তৈরী।'

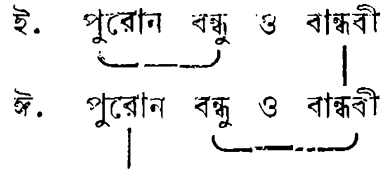

ওপরের বাক্যও অর্থানুসারে দু-ভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। প্রথম বাক্যে 'পুরোন ও বন্ধু' সম্পর্কের দিক থেকে ঘনিষ্ঠতর এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'বন্ধু ও বান্ধবী' ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অন্বিষ্ট। প্রথম বাক্যের অর্থ হচ্ছে 'বন্ধুরা পুরোন কিন্তু বান্ধবীরা নয়'। দ্বিতীয় বাক্যে 'বন্ধু ও বান্ধবী উভয়েই পুরোন' এই অর্থই প্রকাশিত। এখানে একটি ইংরেজি রূপমূল বিচ্ছিন্ন করে মুক্ত ও বদ্ধ রূপমূলের সম্পর্কের দিক থেকে কতখানি সতর্কতার সঙ্গে রূপমূল কাটা প্রয়োজনীয় তা বোঝা যাবে।

উ. ungraceful

ঊ. disgraceful

গঠনের দিক থেকে দুটি রূপমূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই মনে হলেও দুটো রূপমূলের অব্যবহিত উপাদান এক নয়। নীচের বিচ্ছিন্নকরণ রীতি লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

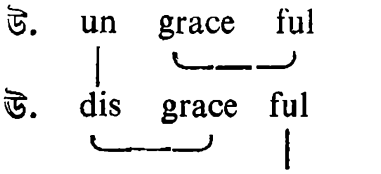

উদ্ধৃত (উ)তে -ful হচ্ছে -grace এর অব্যবহিত উপাদান। দুটো একই পর্যায়ের বলে একসঙ্গে দেখান হয়েছে। কিন্তু (ঊ)তে dis- ও -grace হচ্ছে সমস্থানীয়।

বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে রেখাচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন রীতি অনুসরণ করা যায়। উপাদানের চতুষ্পার্শ্বে বাক্সের মত চতুষ্কোণ, রূপমূলের নীচে শুধুমাত্র রেখা টেনে কিংবা চতুর্দিকে সীমানা রেখার সাহায্যে নির্দেশিত প্রথা প্রচলিত। বর্তমানে অনেকেই সংযুক্ত রেখাচিত্রের সাহায্যে বাক্যের উপাদানগুলি যে-ভাবে সংযুক্ত থাকে তা নির্দেশ করেন।

৬. বাক্যগত সংযুক্তি

যখন কোন ক্ষুদ্রতর গঠন বৃহত্তর গঠনের আকার লাভ করে তখন সংযুক্তি সাধনের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে 'মৌ খেলে' গঠনের ক্ষেত্রে দুটি গঠনগত দিক বিদ্যমান। একটি বিশেষ্য, অন্যটি ক্রিয়া। গঠন সংযুক্তির বৃহত্তর রূপকেই বাক্যরূপে নির্দেশ করা যায়। উদ্ধৃত বাক্যে 'মৌ' একই সঙ্গে বাক্যের বিশেষ্য ও উদ্দেশ্য। যাকে বিশেষ্য বলা হচ্ছে তা প্রকৃতপক্ষে গঠনরূপকে চিহ্নিত করছে, এবং যাকে উদ্দেশ্য বলা হয়েছে তা ক্রিয়া-সংযুক্তির মাধ্যমে ক্রিয়া (function) নির্দেশ করে। অন্যদিকে, একইভাবে 'খেলে' অংশ যাকে ক্রিয়া বলা হয়েছে তা গঠনরূপ ও যাকে বিধেয় বলা হয়েছে তা ক্রিয়া (function) বোঝায়। ওপরে উদ্ধৃত গঠনের চেয়ে বৃহত্তর গঠন হলে তার বিভিন্ন অংশকে ক্রমানুয়ে ছোট করে বিভিন্ন অংশের সংযুক্তি সাধনের সাহায্যে তার মৌল ক্রিয়ার রূপকে নির্দেশ করতে হবে।

৬.১. বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ

চমস্কির রূপান্তরমূলক উৎপাদক পদ্ধতির আগে গঠনমূলক ভাষাতত্ত্বে অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্যবিচারই সর্বস্বীকৃত ভাষাতাত্ত্বিক রূপ ছিল। অব্যবহিত উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে বিশ্লেষিত প্রত্যেকটি বাক্য তার প্রধান প্রধান অংশে প্রথমে বিভক্ত করা হয় এবং ক্রমানুয়ে সেগুলি বিভক্তিকরণের সাহায্যে যে-পর্যন্ত প্রান্তিক উপাদানে পৌঁছান যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষুদ্রতম অংশে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন :

অ. গ্রামের মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ি দেখতে লাগল
গ্রামের মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে | শাড়ি দেখতে লাগল
গ্রামের | মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে | শাড়ি | দেখতে লাগল

উপরোক্ত বাক্য (অ) বিভিন্ন মুক্ত রূপমলের বদ্ধ রূপমূলের সংযুক্তিগত দিকের পরিপ্রেক্ষিতে আরো ছোট অংশে বিভক্ত করা যায়। যেমন : মেয়েগুলো, মেয়ে | গুলো। এখানে বহুবচনের চিহ্নকে বিভক্ত করে একবচনের চিহ্ন হিসাবে দেখান হয়েছে। বাক্যে সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন রূপমূল বিচ্ছিন্নকরণের পর অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণ ও সনাক্তকরণ সম্ভব। ওপরের উদাহরণে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের গঠন ও ক্রিয়ারূপ দেখান যায়।

সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ি দেখতে লাগল

গঠনরূপ :	বিশেষ্য অংশ	ক্রিয়া অংশ
ক্রিয়ারূপ :	উদ্দেশ্য	বিধেয়

ওপরের বাক্যটি পুনর্বিভক্তিকরণের মাধ্যমে গঠনরূপের ক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়াগত উপাদান ও কর্মরূপ দেখান যায়।

ক. সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ি দেখতে লাগল
খ. সুন্দর মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে | শাড়ী দেখতে লাগল
গ. সুন্দর মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে শাড়ী | দেখতে লাগল

গঠনরূপ : ক্রিয়া অংশ+বিশেষ্য অংশ
ক্রিয়ারূপ : ক্রিয়াগত উপাদান+কর্ম

সবশেষে উপরোক্ত বাক্যের পুনর্বিভক্তিকরণের রূপ নীচের চিত্রানুযায়ী দাঁড়াবে।

ক. সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ি দেখতে লাগল
খ. সুন্দর | মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে | শাড়ী | দেখতে লাগল
গ. সুন্দর মেয়েগুলো | | শাড়ী দেখতে লাগল
ঘ. সুন্দর মেয়েগুলো | সলজ্জভাবে শাড়ী দেখতে লাগল
ঙ. সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ী দেখতে লাগল

গঠনরূপ : বিশেষণ || বিশেষ্য || ক্রিয়াবিশেষণ || বিশেষ্য || ক্রিয়া
সুন্দর মেয়েগুলো সলজ্জভাবে শাড়ী দেখতে লাগল
ক্রিয়ারূপ : শীর্ষ পরিবর্তক শীর্ষ শীর্ষ

বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দুটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রথমত, বাংলা বাক্যের গঠনরূপ জটিলতর বলে বাক্যের বিভিন্ন উপাদানগত সম্পর্ক রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্টভাবে দেখাতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাক্যের মধ্যে রূপমূল যেভাবে পরপর সন্নিবেশিত হয়ে থাকে সেই ঐক্যগত দিক লক্ষ্য করে বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। নীচে এই দুটি দিক দেখান যেতে পারে।

আ. মিষ্টি মেয়েটা তার লাল ও নীল সোয়েটার পরে তার মাকে আদর করল।

মিষ্টি | মেয়েটা | তার | লাল | ও | নীল | সোয়েটার | পরে | তার | মাকে | আদর করল
মিষ্টি মেয়েটা | লাল ও নীল | তার মাকে |
লাল ও নীল সোয়েটার | তার মাকে আদর করল
তার লাল ও নীল সোয়েটার |
তার লাল ও নীল সোয়েটার পরে |
তার লাল ও নীল সোয়েটার পরে তার মাকে আদর করল
মিষ্টি মেয়েটা তার লাল ও নীল সোয়েটার পরে তার মাকে আদর করল

ই.১. ছেলেটা তার কোলের ওপর মার্বেল খেলছে |
তার কোলের ওপর | মার্বেল খেলছে
তার কোলের ওপর মার্বেল খেলছে
ছেলেটা | তার কোলের ওপর মার্বেল খেলছে

ই.২. তার কোলের ওপর | মার্বেল খেলছে
তার কোলের ওপর | ছেলেটা | মার্বেল খেলছে
তার কোলের ওপর ছেলেটা মার্বেল খেলছে

ই.৩. মার্বেল খেলছে | তার কোলের ওপর
মার্বেল খেলছে তার কোলের ওপর
ছেলেটা মার্বেল খেলছে তার কোলের ওপর

(আ) বাক্যে বাংলা জটিল বাক্যের বিশ্লেষণরূপ নির্দেশ করা হয়েছে। (ই) বাক্য তিন-ভাবে বিশ্লেষিত। এখানে লক্ষণীয় যে, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বাক্যগত উপাদানগুলি (ই) বাক্যে যে-ভাবে পরপর সন্নিবিষ্ট হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে উপাদানগুলি অন্যভাবে সাজান হলেও মৌল রীতির কোন পরিবর্তন হয়নি।

৭. ওপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে বাক্যের অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি মৌল ধারণা করা হয় যে, প্রত্যেকটি বাক্য দুটি প্রধান গঠনাংশে বিভক্ত এবং এই গঠনাংশের মধ্যে আবার বিভিন্ন স্তর বিদ্যমান। প্রত্যেকটি বাক্য দুটি প্রধান অংশে (অব্যবহিত উপাদান) বিভক্ত, এর প্রত্যেকটি অংশ আবার দুটি অংশে বিভক্ত, এই অংশগুলোর আবার দুটো করে স্তর বিদ্যমান। এইভাবে প্রান্তীয় বা শেষ উপাদানে না পৌঁছান পর্যন্ত বাক্যের বিভিন্ন অংশকে ক্রমান্বয়ে বিভক্ত করা হয়। এই শ্রেণীর বিশ্লেষণ বাক্যের আভ্যন্তর প্রকৃতির মৌলিক দিকগুলির প্রতি অন্তর্নিবেশে বিশেষ সাহায্য করে থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, কোন কোন বাক্যের এমন গঠন থাকতে পারে যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেজন্যে, ব্লুমফিল্ডের (১৯৩৩) ব্যবহৃত ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক, বিশেষ করে ফ্রিজ কর্তৃক নির্দেশিত অব্যবহিত উপাদান বিশ্লেষণের বিভিন্ন অসুবিধার জন্য বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের অন্যান্য পদ্ধতি প্রচলিত হয়। এগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এম. এ. কে. হ্যালিডে'র 'স্কেল এ্যাণ্ড ক্যাটেগরি' (Scale and Category), কেনেথ এল. পাইকের 'ট্যাগমেমিক্স' (Tagmemics) ও সিডনি ল্যাম্বের 'স্ট্রাটিফিকেশনাল গ্র্যামার' (Startificational Grammar)। পরবর্তীকালে চমস্কির রূপান্তরমূলক উৎপাদক পদ্ধতি বাক্যতত্ত্ব ও ভাষাতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১ Akhmanova, olga and Galina Mikaela'n, 1969
The Theory of Syntax in Modern Linguistics
Mouton & Co., The Hague.

২ Allen, Harold B. ed., 1964
Applied English Linguistics
Appleton-Century-Crofts, New York.

৩ Anderson, Wallace L. and Norman C. Stageberg, ed., 1966
Introductory Readings in Languages
Holt, Rinehart & Winston, Inc., New York.

৪ Chao, Yuen Ren, 1968
Language and Symbolic Systems
Cambridge University Press, Camb.

৫ Crystal, David, 1971
Linguistics
Pelican Books, Middlesex.

৬ Francis, W. Nelson, 1965
The English Language
W. W. Norton & Co., New York,
The Structure of American English
The Ronald Press & Co., New York. 1968.

৭ Palmer, Frank, 1971
Grammar
Pelican Books, Middlesex.

৮ Fries, Charles C. 1952
The Structure of English
HarCourt, Brace & World, Inc. New York.

৯ Gleason, Jr. H.A. 1967
An Introduction to Descriptive Linguistics
Holt, Rinehart & Winston, New York.

১০ Hall, Jr. Robert A. 1967
Introductory Linguistics
Chilton Books, New York.

১১ Herndon, Jeanne H., 1970
A Survey of Modern Grammars
Holt, Rinehart & Winston, New York.

১২ Hockett, Charles F. 1967
A Course in Modern Linguistics
The Macmillan Co., New York.

১৩ Joos, Martin. ed. 1968
Readings in Linguistics,
The University of Chicago Press, Chicago.

১৪ Langacker, Ronald W. 1968
Language and Its Structure
HarCourt, Brace & World, Inc., New York.

১৫ Lyons, John, 1968
Introduction to Theoretical Linguistics
Cambridge University Press, Camb.